Security Council

Distr : General
31 October 2000

প্রস্তাব ১৩২৫ (২০০০)

৩১শে অক্টোবর ২০০০ সালের সুরক্ষা পরিষদ নিজেদের ৪২১৩ তম মিটিং এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল।

সুরক্ষা পরিষদ ১৯৯৯ সালের ২৫শে আগষ্ট প্রস্তাব সংখ্যা ১২৬১ (১৯৯৯), ১৯৯৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ১২৬৫ (১৯৯৯), ১৯শে এপ্রিল ২০০০ সালে ১২৯৬ (২০০০), ১১ই আগষ্ট ২০০০ সালে ১৩১৪ (২০০০) এর সমস্ত প্রস্তাব এবং সংগঠন প্রধানের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত রাষ্ট্রের মহিলাদের অধিকার ও আন্তর্রাষ্ট্রীয় শান্তি দিবস উপলক্ষ্যে ২০০০ সালের ৮ই মার্চ (SC/6816) প্রেসকে দেওয়া বক্তব্য মনে করিয়ে দেয়।

‘বীজিং উদ্‌ঘোষণা তথা প-াটফর্ম ফর্ এ্যাকশন (A/52/231) এবং সংযুক্ত রাষ্ট্রের ২৩তম বিশেষ অধিবেশনে একুশ শতাব্দীর মহিলাবর্গ ২০০০ লিঙ্গগত সমানতা, বিকাশ ও শান্তি বিষয়ক (A/S - 23/10/ Rev - 1) এবং বিশেষরূপে মহিলা এবং সশস্ত্র সংঘর্ষজনিত প্রতিবদ্ধতার বিষয়গুলিকেও মনে করায়।

সংযুক্ত রাষ্ট্রের Charter এর উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধান্তকে মনে রেখে Charter এর নেতৃত্বে সুরক্ষা পরিষদের অন্তর্রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সুরক্ষা রক্ষা করার যে প্রাথমিক দায়িত্ব আছে – সে দিকে লক্ষ্য রাখার কথা মনে করায়।

সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ মহিলা এবং বাচ্চা যাদের সংখ্যা অত্যাধিক, মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, শরণার্থী এবং উভয়পক্ষের সংঘর্ষকারী সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে বেশীর ভাগ প্রভাবিত হয়ে থাকে। উভয় পক্ষের সংঘর্ষের ফলে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় – তাতে স্থায়ী শান্তি এবং মৈত্রী স্থাপন করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে চিন্তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সংঘর্ষকে বাধা দেওয়া, তার সমাধান করা এবং শান্তি স্থাপনার ক্ষেত্রে মহিলাদের যে মহত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে দৃঢ়তা সহকারে স্বীকার করে শান্তি এবং সুরক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তার

বিকাসী করণের উদ্দেশ্যে মহিলাদের পূর্ণ সহযোগীতা এবং সমভাবে ভাগ নেবার প্রয়োজনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সংঘর্ষের সময়ে কিংবা পরে মহিলা এবং বালিকাদের অধিকার যাতে বিঘ্ন না হয় তার জন্য অন্তর্রাষ্ট্রীয় মানবতাবাদী ও মানবাধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

শত্রুর দ্বারা বিছানো সুরঙ্গজাল কিভাবে বিফল করা যায় এবং সেই সম্বন্ধীয় সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রমে মহিলা ও বালিকাদের বিশিষ্ট আবশ্যকতা সমস্ত দলের বিচার্য বিষয় হওয়া জরুরী।

শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে মুখ্যতঃ যথানুপাতিক লিঙ্গের সংশোধনের আবশ্যকতার বিষয়ে উইন্ডহোক এর ঘোষণা এবং দ্য নামিবিয়া প-্যান অফ্ অ্যাকশন অন্ মেনস্ট্রিমিং এ জেন্ডার পারসপেকটিভ এর সমস্ত রকমের (বহু আয়ামী) শান্তি সমর্থন কার্যক্রমের (S/2000/693) দিকে ধ্যান আকর্ষণ করে। সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে মহিলা এবং বাচ্চাদের মানবধিকার এবং তাদের সুরক্ষার আবশ্যকতার বিষয়ে শান্তি স্থাপনকারী কার্যকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন ২০০০ সালের ৮ মার্চে সংস্থা প্রধানের দেওয়া বক্তব্যে বিষয়টি শনাক্ত করা হয়েছে।

সশস্ত্র সংগ্রামের পরিস্থিতিতে প্রভাবিত মহিলা এবং বালিকাদের সুরক্ষা বিষয়ে কার্যরত সংস্থাগুলির বিশেষ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। অন্তর্রাষ্ট্রীয় শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখা এবং তার বিকাসশীলতায় শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা যেন গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে।

সশস্ত্র সংগ্রামের ফলে মহিলা এবং বালিকাদের উপর যে সমস্ত প্রতিকূল প্রভাব লক্ষিত হয় সেই সম্বন্ধে সংযুক্ত তথ্যগুলি হল –

১) ক্ষেত্রীয়, রাষ্ট্রীয় ও অন্তর্রাষ্ট্রীয় সংস্থায় সর্বপ্রকার নির্ণায়কের ভূমিকায় মহিলা প্রতিনিধির বৃদ্ধি এবং সশস্ত্র সংঘর্ষে বাধা দেওয়া, পরিচালনা করা তথা মীমাংসার ক্ষেত্রে সদস্য রাজ্য গুলিকে কারিগরী পদ্ধতির বিষয়ে নিশ্চিত করার সর্নিবন্ধ অনুরোধ করা হয়েছে।

২) শান্তি প্রক্রিয়া এবং সংঘর্ষ সমাধানে মহিলারা যাতে বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য নির্ধারিত কাজকে পরিণতি দেবার ব্যাপারে মহাসচিবকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

৩) বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে অধিক সংখ্যায় মহিলাদের নিযুক্ত করা এবং তাদের উপযুক্ত কার্যালয় গুলিতে ভর্ত্তি করার ব্যাপারে মহাসচিবকে নিজস্ব শক্তি প্রয়োগের জন্য নিবেদন করা হয়েছে। এই নিযুক্তি-করণের বিষয়ে কেন্দ্রীয় নিয়মাবলী অনুসারে মহাসচিবের কাছে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য সদস্য রাজ্যগুলিকেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

৪) সংযুক্ত রাষ্ট্রদ্বারা পরিচালিত বহিরাগত অভিযানে মহিলাদের যোগদান বাড়ানোর জন্য নিবেদন করা হয়েছে।
বিশেষত ঃ সৈনিক পর্যটক, রাজ্য প্রশাসন পুলিশ, মানবাধিকার এবং মানবীয় কার্যকর্তারূপে মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য মহাসচিবকে আবেদন জানানো হয়েছে।

৫) শান্তি স্থাপন কার্যংমে লোকহিতকারী সংস্থায় লিঙ্গগত ব্যবধানকে মনে রেখে কার্যক্ষেত্রে কোথায়, কিভাবে যথোচিতভাবে মহিলাদের নিযুক্ত করা যায় তার দিকে ধ্যান রাখার জন্য মহাসচিবের কাছে ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৬) সদস্য রাজ্যগুলিকে প্রশিক্ষণের জন্য পথ প্রদর্শন, সুরক্ষা, অধিকার, মহিলাদের বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি তথা শান্তি রক্ষা ও শান্তি-নির্মান কাজে মহিলাদের ভূমিকার গুরুত্ব দেবার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করা হয়েছে। একত্রিতভাবে সংস্থা গঠনের জন্য সদস্য রাজ্যগুলিকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে, সেই সঙ্গে জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে HIV / AIDS সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সৈনিক, প্রশাসন পুলিশ নিযুক্তিকরণের কথা বলা হয়েছে। মহাসচিবকে আরও অনুরোধ করা হয়েছে জনসাধারণকে শান্তি প্রংিয়াগত সর্বপ্রকার প্রশিক্ষণ দেবার আশ্বাস তিনি যেন দেন।

৭) 'ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ফান্ড ফর্ উইমেন', 'ইউনাইটেড ন্যাশানস্ চিল্ড্রেনস্ ফান্ড এবং ইউনাইটেড ন্যাশানস্ হাই কমিশনার ফর্ রিফিউজিস' এবং এই ধরনের বিভিন্ন সংস্থাগুলির অনুদানের কার্যংমের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গগত সংবেদনশীলতা সংংান্ত প্রশিক্ষণের জন্য স্বৈচ্ছিক আর্থিক সহায়তা, কারিগরী সহায়তা, নৈতিক প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য সদস্য রাজ্যগুলিকে নিবেদন করা হয়েছে।

৮) আলোচনার ভিত্তিতে এবং শান্তিচুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত ব্যবধানকে মনে রাখার জন্য সমস্ত সংযুক্ত কার্যকর্তাদের ডাক দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখার কথা বলা হয়েছে –

ক) সংঘর্ষের পরে দেশ প্রত্যাবর্তনের সময় মহিলা এবং বালিকাদের বিশেষ আবশ্যকতা, পুনর্গঠন, পুনর্বাস, পুনস্থিরীকরণ এবং পুনর্নির্মাণের বিষয়ে বিচার করার,

খ) সংঘর্ষের সমাধানের জন্য শান্তি স্থাপনা এবং স্বদেশী প্রংিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তির কার্যকারিতায় সম্মিলিত হবার জন্য স্থানীয় মহিলা-কর্মীদের সমর্থন দিতে হবে।

গ) মহিলা ও বালিকাদের মানবাধিকার বিশেষ করে যেগুলি সাংবিধানিক, নির্বাচন পদ্ধতিগত, পুলিশ ও বিচার বিভাগীয় সেগুলিকে সুরক্ষা এবং মান্যতা

দেবার কথা বলা হয়েছে।

৯) সশস্ত্র সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত দলকে মহিলা ও বালিকাদের বিশেষভাবে সাধারণরূপে তাদের সুরক্ষা ও অধিকার সম্পর্কিত অন্তর্রাষ্ট্রীয় কানুন বিশেষত ঃ–
'দ্য জেনিভা কনভেনশানস্ অফ্ ১৯৪৯' এবং 'দ্য এ্যাডিশন্যাল প্রোটোকলস্ থেরেটো অফ্ ১৯৭৭','দ্য রিফিউজি কনভেনশানস্ অফ্ ১৯৫১' এর 'দ্য প্রোটোকলস্ থেরেটো অফ্ ১৯৬৭', 'দ্য কনভেনশানস্ অন্ দা এলিমিনেশান অফ্ অল্ ফরমস্ অফ্ ডিসর্গিমিনেশান এগেন উইমেনস্ অফ্ ১৯৭৯', এবং দ্য অপশনাল প্রোটোকল থেরেটো অফ্ ১৯৯৯', এবং 'দ্য ইউনাইটেড ন্যাশানস্ কনভেনশানস্ অন দ্য রাইটস্ অফ্ দ্য চাইল্ড অফ্ '১৯৮৯', এবং 'দ্য টু অপশনালস্ প্রোটোকলস্ থেরেটো অফ্ ২৫ মে ২০০০', 'দ্য রেলিভ্যানট্ প্রভিশানস্ অফ্ দ্য রোম স্ট্যাটিউট অফ্ দ্য ইনটার ন্যাশনালস্ র্গিমিন্যাল কোর্ট – এর কথা দৃঢ় ভাবে মনে রাখতে বলা হয়েছে।

১০) লিঙ্গ জনিত হিংসা, যৌন ব্যবহারের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষের চলাকালীন নানাবিধ হিংসাত্মক কার্য থেকে মহিলাদের সুরক্ষা দেবার জন্য সশস্ত্র সংর্ঘের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত দলকে ডাক দেওয়া হয়েছে।

১১) জাতি বিলুপ্তি, অমাণবিক অপরাধ, যুদ্ধঘটিত অপরাধের, সঙ্গে সঙ্গে মহিলা এবং বালিকাদের উপর যৌন উৎপীড়নের সমাপ্তির জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালতে অভিযোগ আনার বিষয়ে সমস্ত রাজ্যগুলিকে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে।

১২) সশস্ত্র সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংস্থাকে শরণার্থী শিবিরে ও পুনর্বাসে থাকা সদস্যদের প্রতি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেওয়ার এবং মহিলাদের বিশেষ আবশ্যকতাকে লক্ষ্য দেবার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সংস্থাগুলিকে ১৯শে নভেম্বর ১৯৯৮ সালে ১২০৮ (১৯৯৮) র সমাধানকে মনে রাখার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

১৩) নিরস্ত্রীকরণ, সৈন্যবিভক্তিকরণ, এবং সমস্ত দলকে একত্রীকরণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কার্যকর্তাকে মহিলাদের বিভিন্ন আবশ্যকতা এবং মৃতযোদ্ধা ও তাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয়তা বিচার করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

১৪) আরটিক্যাল ৪১ অফ্ দ্যা চার্টার অফ্ দ্য ইউনাইটেড ন্যাশনস্ এ গৃহীত বিষয়টিতে উপযুক্ত মানবতাবাদী রেহাই দেওয়ার জন্য মহিলা ও বালিকাদের বিশেষ আবশ্যকতাগুলিকে মনে রেখে অসৈনিক জনসংখ্যার উপর এর সম্ভাব্য পরিণামকে দৃঢ়তার সঙ্গে নির্ণয় করার কথা বলা হয়েছে।

১৫) সুরক্ষা পরিষদ মিশনে লিঙ্গের প্রাধান্য তথা মহিলাদের অধিকারকে স্থানীয় ও অন্তর্রাষ্ট্রীয় মহিলাদের সঙ্গে পরামর্শ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

১৬) মহিলা ও বালিকাদের উপর সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রভাব, শান্তি স্থাপনে মহিলাদের ভূমিকা তথা শান্তি প্রণ্ডিয়া ও সংঘর্ষ সমাধানে লিঙ্গগত মাত্রার অধ্যয়ন এবং সুরক্ষা পরিষদের সামনে অধ্যয়নের পরিনামের বিবরণ সমস্ত রাজ্যগুলিকে দেওয়ার জন্য মহাসচিবকে আমন্ত্রিত করে।

১৭) মহাসচিব সুরক্ষা পরিষদের সামনে তৈরী বিবরণে শান্তি-স্থাপনা মিশন তথা মহিলা ও বালিকাদের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্তদিকে লিঙ্গকে প্রধান্য দিয়ে বিকাশকে যথানুসারে সম্মিলিত করার জন্য আবেদন জানান।

১৮) বিষয়টিতে সণ্ডিয়রূপে অবগত থাকার নির্ণয় নেওয়া।